গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mofl.gov.bd

নং-৩৩.০০.০০০০.১০৮.০৬.০৪৯.১৪.১২৭৫

তারিখঃ ২৭ আশ্বিন ১৪২৪ / ১২ অক্টোবর ২০১৭

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনার ওপর ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সূত্রঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্মারক নং-০৩.০৮২.০৩৬.০০.০০.০০১.২০১৭-০৪ তারিখঃ ১১.০৪.২০১৭ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনার ওপর ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী (হার্ড কপি/সফট কপি) (ই-মেইলঃ diradmin@pmo.gov.bd) সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতৎসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

(মোঃ গোলাম মোস্তফা)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৬৬৯৬
ই-মেইলঃ dsmofla@gmail.com

সিনিয়র সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন বিমান বন্দর সড়ক
তেজগাঁও, ঢাকা।
[দৃঃ আঃ পরিচালক(প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়]।

অনুলিপিঃ

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মতিঝিল, ঢাকা।
২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/মৎস্য), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১/প্রাণিসম্পদ-২/ব্লু ইকোনমি), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৪। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেইট, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।
৮। যুগ্মপ্রধান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
৯। উপ-পরিচালক (উপসচিব), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
১০। সিস্টেম এনালিস্ট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (কার্যবিবরণীর কপি এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১১। সচিবের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১২। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	মোঃ মাকসুদুল হাসান খান, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ ও সময়	:	২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ ও বিকাল ০৪.৩০ ঘটিকা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক' তে সংযুক্ত আছে।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করেন এবং বলেন এসব প্রতিশ্রুতির সাথে অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনী ইশতেহারেরও সম্পর্ক রয়েছে বিধায় এগুলি বাস্তবায়নে দ্রুততম সময়ে কার্যক্রম সম্পাদন করা বাঞ্চনীয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম প্রথমে বিগত ৩০ জুলাই ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় অগ্রগতির বিবরণ অন্তর্ভূক্তির সংশোধনীসহ কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হয়।

৩। সভায় কর্মকর্তাগণ নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

প্রতিশ্রুতিঃ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১	সিরাজগঞ্জে সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৮ ইং পর্যন্ত ২য় সংশোধিত) মেয়াদী "সিরাজগঞ্জ ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন" প্রকল্পের কাজ জুন/২০১৭ পর্যন্ত ৮৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে। সিরাজগঞ্জ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজের জনবল মঞ্জুরির প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। সভাপতি জনবল দ্রুত নিয়োগের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান নিশ্চিত করে প্রকল্প কাজ সমাপ্ত করতে হবে। (খ) জনবল দ্রুত মঞ্জুরির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রাস-২), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২	মৎস্য চাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন যে, (ক) মৎস্য চাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত "গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন" প্রকল্প এর মাধ্যমে বেলকুচি, সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১টি প্রশাসনিক ভবন, ১টি প্রিন্সিপালের আবাসিক ভবন, ১টি একাডেমিক ভবন, ১টি ইনস্ট্রাক্টর ডরমিটরী, ১টি ছাত্রাবাস, ১টি ছাত্রীনিবাস, ১টি ইরোশন প্রটেকশন কাম বাউন্ডারী ওয়াল মেরামতসহ গেইট, ১টি বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন, ১টি কম্পোন্যান্টসহ মৎস্য হ্যাচারি, কম্পাউন্ড ড্রেনেজ সিস্টেম, ৩টি পুকুর খনন, ১টি গ্যারেজ, ২টি গার্ডরুম, ৩টি পুকুরের রিটেনসন ওয়াল নির্মাণ, ১টি অডিটোরিয়াম, ১টি মসজিদ, বহিঃবিদ্যুতায়ন, ৩টি ডিপটিউবওয়েল স্থাপন, জিমনেসিয়ামের যন্ত্রপাতি সরবরাহকরণ, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস এবং ডরমেটরির আসবাবপত্র সরবরাহকরণ, ভূমি উন্নয়ন এবং অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ১টি জেনারেটর, ২৫টি ডেস্কটপ ক্রয়, বৃক্ষরোপণসহ ফুলের বাগান করা, পুকুরের পানি সরবরাহের লাইন স্থাপন ও নির্মিত ভবনের ফলোআপ মেইন্টেনেন্সের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।	(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান নিশ্চিত করে প্রকল্প কাজ সমাপ্ত করতে হবে। (খ) ০৩টি ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউটের ছাড়পত্র প্রাপ্ত ৩৫ টি পদে আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে দ্রুত জনবল নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (গ) জেলা প্রশাসনের সমন্বয় সভায় আলোচনা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় ২০১৭-২০১৮ সেশনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি ব্যাপক	অতিঃ সচিব (মৎস্য), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

		মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট বেলকুচি, সিরাজগঞ্জের অবকাঠামো সমূহের গুনগতমান নিশ্চিতের জন্য নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। (খ) ০৩টি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটের ৩৫টি পদে আউট সোসিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগের জন্য ইজিপির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। প্রাপ্ত দরপত্রগুলোর মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (গ) মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষ হতে ছাত্র ছাত্রী ভর্তির জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অনলাইনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। তাছাড়া ইনস্টিটিউটগুলোতে ছাত্র ছাত্রী ভর্তির বিষয়টি ব্যাপক প্রচারের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সমন্বয় সভায় আলোচনা করার জন্য জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণকে অবহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে সচিব মহোদয় ফলোআপ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	প্রচারসহ শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে।	
৩	জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত "জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান" প্রকল্প কর্তৃক সারাদেশ ব্যাপী জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশের ১৬ লক্ষ ২০ হাজার জেলের নিবন্ধন করা হয়েছে। ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার জেলের ছবি উঠানো হয়েছে এবং ১৪ লক্ষ ২০ হাজার আইডি কার্ড প্রস্তুত করে বিতরণ করা হয়েছে। জেলেদের নিবন্ধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ৩০ জুন ২০১৭ খ্রি. তারিখে 'জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প' সমাপ্ত হওয়ার পর জেলেদের নিবন্ধনের অবশিষ্ট কার্যক্রম অব্যাহত রেখে প্রকৃত জেলেদের হিসাব সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্য ৪৮১৮ কোডে রেজিষ্ট্রেশন ফি বাবদ ২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। কাজের ব্যাপকতা অনুযায়ী এ বরাদ্দ যথেষ্ট নয়। অধিকতর বরাদ্দ প্রয়োজন। এ খাতে ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণসহ চাহিদাপত্র প্রেরণের জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	প্রকল্প জুন/১৭ তে সমাপ্ত হওয়ায় অর্থ বিভাগে রাজস্ব খাতে সৃজিত কোডে অধিক অর্থ বরাদ্দের জন্য ব্যয়বিবরণসহ চাহিদাপত্র প্রেরণ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৪	গোপালগঞ্জ জেলায় হাঁস-মুরগির হ্যাচারি স্থাপন।	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য হ্যাচারীসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (০১/১০/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৮ ইং) চলমান আছে। প্রকল্পের অধীনে গোপালগঞ্জ জেলা আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার স্থাপন প্রকল্পের জুন ২০১৭ পর্যন্ত ৮৬% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে অধিগ্রহণকৃত জমির দখল পাওয়া গিয়েছে।	(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান নিশ্চিত করে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রাস-২), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৫	চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, মধ্যম পর্যায়ে প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় বিগত ১৬/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখ হতে মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, চাঁদপুরস্থ মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটে ৪(চার) বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ কোর্স চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ইনস্টিটিউটটি মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে। স্কেল ভেটিংয়ের কপি অর্থ বিভাগ হতে পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় সারসংক্ষেপ উপস্থাপনের কার্যক্রম চলমান। সভাপতি কাজটি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ফলোআপ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	স্কেল ভেটিংয়ের পরবর্তী কার্যক্রম ফলোআপ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৬	জাটকা ধরা বন্ধ রাখলে ১০ কেজির বদলে মাসিক ৩০ কেজি চাল প্রদান	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য দরিদ্র জেলেদের ভিজিএফ প্রদান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে দরিদ্র জাটকা জেলে পরিবারকে মাসে ৩০ কেজি হারে চাল প্রদান করা হলেও ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাটকাসমৃদ্ধ ১৭টি জেলার ৮৫টি উপজেলায় জাটকা আহরণে বিরত ২,৩৮,৬৭৩টি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসের জন্য মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় মোট ৩৮,১৮৭.৬৮ মে.টন চাল প্রদান করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, বিগত ২০০৪-০৫ হতে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে পর্যন্ত জেলেদের সহায়তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ ছিল মাত্র ৬ হাজার ৯০৬ মে.টন। সেখানে ২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত এ সরকারের বিগত ৯ বছরে এ সহায়তা দেয়া হয়েছে মোট ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭৫৭ মে. টন।	জাতীয় মাছ ইলিশ রক্ষায় জাটকা নিধন বন্ধের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ সুফলভোগী জেলে পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

নির্দেশনাসমূহঃ

<table>
<tr><th>ক্র.নং</th><th>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা</th><th>আলোচনা</th><th>গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>১</td><td>এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ এবং হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রফতানি করা যেতে পারে</td><td>মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, রপ্তানিযোগ্য মৎস্য সম্পদের গুনগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। রপ্তানির পরিমাণ নিম্নরুপঃ
<table>
<tr><th>সময় কাল</th><th>রপ্তানি পণ্য</th><th>রপ্তানি পণ্যের পরিমাণ</th><th>সৌদি আরবে রপ্তানির পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>২০১৭-১৮ আগস্ট</td><td>মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য</td><td>২৭৪.৬১৪ মে. টন</td><td>১৩৩.০২৮ মে. টন</td></tr>
<tr><td>২০১৬-১৭ আগস্ট</td><td>-ঐ-</td><td>২৫৬.৩২ মে. টন</td><td>১২৫.৫৯ মে. টন</td></tr>
<tr><td>২০১৭-১৮ জুলাই-আগস্ট</td><td>-ঐ-</td><td>৫৩৪.৩৬ মে. টন</td><td>২৬৪.১৯৭ মে. টন</td></tr>
<tr><td>২০১৬-১৭ জুলাই-আগস্ট</td><td>-ঐ-</td><td>৪৭০.৬৫ মে. টন</td><td>২২২.৫৬ মে. টন</td></tr>
<tr><td>২০১৬-১৭</td><td>-ঐ-</td><td>৩,৫২২.২০৩ মে. টন</td><td>১,৭৭৪.৯১ মে. টন</td></tr>
</table>
বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মৎস্য রপ্তানির ক্ষেত্র তৈরির জন্য ইতোমধ্যে একটি সমঝোতা স্মারকের খসড়া মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইতোমধ্যে সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূতের সাথে আলোচনা করেছেন। বিষয়টি ফলোআপ করা হচ্ছে।</td><td>(ক) রপ্তানীযোগ্য মৎস্য সম্পদের গুনগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানী করতে হবে।

(খ) মৎস্যসম্পদ রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।
MOU সম্পাদনের বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে।</td><td>অতিঃ সচিব (মৎস্য), মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমানে সৌদি আরবসহ অন্যান্য দেশে মাংস ও মাংসজাত পণ্য রপ্তানীর জন্য আবশ্যিক শর্ত পূরণে বাংলাদেশে গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ মুক্ত এলাকা কিংবা কম্পার্টমেন্ট সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে পাবনা জেলার ০৩ টি উপজেলার ০৬ টি গ্রামে ক্ষুরারোগমুক্ত কম্পার্টমেন্ট সৃষ্টির লক্ষ্যে টিকা প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উপরন্তু মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা এবং ভোলা জেলাকে ক্ষুরারোগ মুক্ত করার লক্ষ্যে "দেশব্যাপী পিপিআর রোগ নির্মূল এবং কৌশলগত দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ" প্রকল্প প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

সৌদি আরবে হালাল মাংস রপ্তানির জন্য SFDA (Saudi Food and Drug Authority) এর সাথে DLS এর MOU সম্পাদনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

আগামী ২০/১০/২০১৭ তারিখের মধ্যে zoning ঘোষিত এলাকার খামারী, প্রশাসন, জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি সভা করে উক্ত কর্মসূচির একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td>ক. হালাল মাংস রপ্তানি বৃদ্ধি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং গবাদিপশুর মাংস রপ্তানির জন্য প্রাথমিকভাবে ২/৩টি দ্বীপ বা বিশেষ এলাকাকে নির্বাচন করে zoning কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
খ. আগামী ২০/১০/২০১৭ তারিখের মধ্যে প্রস্তাবিত zoning এলাকার খামারী, প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্টদের নিয়ে মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্মসচিবসহ সভা করে zoning বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ কর্ম-পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে।</td><td>যুগ্মসচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর</td></tr>
<tr><td>২</td><td>বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের</td><td>মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াতে চিংড়ির পাশাপাশি দেশি প্রজাতির হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ রপ্তানি করা হয়। বিদেশে বসবাসরত বাঙ্গালী সম্প্রদায় মূলত এর মূল ভোক্তা। বিদেশে অনেক বাংলাদেশী ব্যবসায়ী আছে যারা মাছ</td><td>(ক) রপ্তানিযোগ্য মৎস্য সম্পদ এবং মাংসের গুনগতমান</td><td>অতিঃ সচিব (মৎস্য), যুগ্মসচিব, ব্লু-ইকোনমি, যুগ্মসচিব, (প্রাস ১</td></tr>
</table>

	সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনেতিক উন্নয়ন সম্ভব।	ব্যবসায়ের সাথে জড়িত। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের আগস্ট, ২০১৭ মাসে মোট ৪,৯৬৪.৪৯ মে.টন হিমায়িত মাছ রপ্তানি করে ৫৫.৫৮ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ৩১৯.২৩ মে.টন বরফায়িত মাছ রপ্তানি করে ০.৯১ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে (পরিশিষ্ট ক)। উল্লেখ্য, বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের আগস্ট, ২০১৬ মাসে মোট ৫,৬২৫.৪৬ মে.টন হিমায়িত মাছ রপ্তানি করে ৪৮.৫৯মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ১৬৫.১৪ মে.টন বরফায়িত মাছ রপ্তানি করে ০.৪৪ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছিল। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই, ২০১৭ হতে আগস্ট, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৯,৪৭৬.৫৩ মে.টন হিমায়িত মাছ রপ্তানি করে ১১২.২৬ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ৫২৬.৮৬ মে.টন বরফায়িত মাছ রপ্তানি করে ১.৪৫ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই, ২০১৬ হতে আগস্ট, ২০১৬ মাস পর্যন্ত মোট ৯,৩১৮.৫৭ মে.টন হিমায়িত মাছ রপ্তানি করে ৮৪.২৩ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ৩১৯.৬৪ মে.টন বরফায়িত মাছ রপ্তানি করে ০.৮৬ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছিল। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের আগস্ট, ২০১৭ মাসে মোট ৬,০৭৬.২৮৪ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৫৮.৫ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের আগস্ট, ২০১৬ মাসে মোট ৮,২৮০.৭৯৫ মে. টন মৎস্য ও মৎস্য পণ্য রপ্তানি করে ৫৪.৪২ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছিল। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জুলাই, ২০১৭ হতে আগস্ট, ২০১৭ মাস পর্যন্ত সর্বমোট ১২,৩৬৩.৩৬ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ১১৮.১৮ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই, ২০১৬ হতে আগস্ট, ২০১৬ মাস পর্যন্ত সর্বমোট ১২,৯৫০.৫৯ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৯২.২৪ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছিল। চেয়ারম্যান, বিএফডিসি সভায় জানান যে, Value added ইলিশ, তেলাপিয়া ও অন্যান্য মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য বাজারজাতকরণের বিষয় একটি সমন্বিত কাজ, যা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই সুষ্ঠুভাবে বাজারজাতকরণ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে বিএফডিসি পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করতে পারে। ইতোমধ্যে কিছু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কয়েক দফা সভা করা হয়েছে। এ সকল সভার প্রেক্ষিতে পরীক্ষামূলকভাবে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান "এসাপ হেলদি ফুড লিমিটেড"এর যৌথ উদ্যোগে "Ready to Cook" মৎস্য পণ্য বিএফডিসির কারওয়ান বাজারস্থ প্রধান কার্যালয়ের মৎস্য বিতানে বাজারজাতকরণ শুরু করা হয়েছে। অচিরেই ঢাকা শহরে বিএফডিসির সকল ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। Value added পণ্যের বাজারজাতকরণের সফলতা পেতে ব্যাপক জনসচেতনতা ও পর্যাপ্ত পণ্যের সরবরাহ প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিএফডিসি, মৎস্য অধিদপ্তর, বিএফআরআই ও সংশ্লিষ্ট মৎস্য ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা সভা করা হবে। সভাপতি মাছ রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধিবিধান অনুসরণ করার পরামর্শ প্রদান করেন। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ক) রপ্তানীযোগ্য মাংসের গুনগত মান নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার (সিডিআইএল) থেকে জীবানুমুক্ত সার্টিফিকেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে ভেটেরিনারি হেলথ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সিডিআইএল থেকে মাংস রপ্তানির জন্য এনথ্রাক্স ও সালমোনেলা রোগমুক্ত সনদ প্রদান করা হয়। খ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এই ধরণের আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	নিশ্চিত করে রপ্তানি করতে হবে। (খ) বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের নেতৃত্বে মৎস্য অধিদপ্তর ও বিএফআরআই কর্তৃক আগামী ৩ মাসের মধ্যে Value added ইলিশ, তেলাপিয়া ও অন্যান্য মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য বাজারজাতকরণের সম্ভাব্যতা যাচাই করতঃ পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে এবং ইতোমধ্যে দাখিলকৃত প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পেশ করতে হবে। (গ) মাছের বর্জ্য/ উপজাত দ্রব্য জিডিপিতে অন্তর্ভূক্ত করার এবং এ সকল দ্রব্যের রপ্তানির পরিমান বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। (ঘ) হিমায়িত মাছ, মাংস রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, মৎস্য অধিদপ্তর এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হিমায়িত মৎস্য রপ্তানিকারকদের সমন্বয়ে সভা করতে হবে এবং রপ্তানি বৃদ্ধির অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে।	ও ২), চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএফআরআই

<table>
<tr><td>৩</td><td>দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভি, মহিষের জাত উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</td><td>মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জানান যে, দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম প্রজনন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সফল কর্মযজ্ঞ। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সাভার ও রাজশাহী'তে অবস্থিত কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার ও ১৩ টি জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রে রক্ষিত উন্নত জাতের ষাঁড়ের বীজ সংগ্রহ করে তরল ও হিমায়িত উপায়ে সমগ্র দেশব্যাপী ৩৭৫০ টি কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র ও পয়েন্টের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সিমেন উৎপাদনের পরিমান ছিল ৪১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯ শত ৩৫ ডোজ এবং কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা ৩৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ৬ শত ৮৭ টি। একই সময়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ১২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯৫টি সংকর জাতের বাছুর উৎপাদিত হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আগষ্ট/১৭ ইং পর্যন্ত সিমেন উৎপাদনের পরিমান ৫ লক্ষ ৭৩ হাজার ২ শত ৪৫ ডোজ এবং কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩ শত ২৫ টি। একই সময়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৯ শত ৯১টি সংকর জাতের বাছুর উৎপাদিত হয়েছে। অধিক মাংস উৎপাদনে সক্ষম গরুর জাত সৃষ্টির জন্য বীফ ক্যাটেল ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প, উন্নত ষাঁড় উৎপাদনের জন্য ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রোজেনী টেষ্ট প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে উন্নত জাতের ষাঁড় থেকে সিমেন উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) এর মাধ্যমে চট্টগ্রাম এবং ফরিদপুর ডেইরী খামারে বুল ষ্টেশন কাম এ আই ল্যাব এবং বগুড়া, সিলেট ও বরিশাল ডেইরী খামারে বুল কাফ রেয়ারিং ইউনিট কাম মিনি এ আই ল্যাব স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বছর ওয়ারী মাংস ও দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি নিম্নরূপঃ
<table><tr><td></td><td>২০১৫-১৬</td><td>২০১৬-১৭</td><td>২০১৭-১৮ আগষ্ট/১৭ পর্যন্ত</td></tr><tr><td>দুধ(লে.মে.টন)</td><td>৭২.৭৫</td><td>৯২.৮৩</td><td>১৪.৬৭</td></tr><tr><td>মাংস (ল.মে.টন)</td><td>৬১.৫২</td><td>৭১.৫৪</td><td>১০.৫৬</td></tr></table>
দুধ, মাংস ও ডিমের সঠিক সংগ্রহের জন্য সচিব মহোদয় সংশ্লিষ্ট সকল-কে নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td>(ক) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে নিজস্ব উদ্যোগে গবাদিপশু, দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।</td><td>যুগ্মসচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মহাপরিচালক, বিএলআরআই</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>কুমির থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাণির চামড়া সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে</td><td>এ প্রসঙ্গে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় নিম্নরূপ তথ্য/অগ্রগতি উপস্থাপন করেনঃ
দেশে মোট চামড়া উৎপাদন গরু/মহিষ জবাইয়ের সংখ্যার উপর নির্ভরশীল এবং চামড়ার গুণগত মান গরু/মহিষের স্বাস্থ্য, জবাই পরবর্তী চামড়া ছাড়ানো ও প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণের উপর নির্ভর করে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট ১ কোটি ৯৭ লক্ষ ৯৫ হাজার ৭ শত ৮১ পিস চামড়া উৎপাদিত হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আগষ্ট/১৭ পর্যন্ত মোট ২২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬ শত ৬৩ পিস চামড়া উৎপাদিত হয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলার ভালুকাতে অবস্থিত "রেপ্টাইলস ফার্ম লিমিটেড" জাপানে ২০১৩-১৪ সালে ৪৩০ পিস, ২০১৪-১৫ সালে ৪০০ পিস, ২০১৫-১৬ সালে ২০০ পিস এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২০০ পিস কুমিরের চামড়া (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ অনুমোদন সাপেক্ষ্যে) রপ্তানি করে। বান্দরবন জেলার নাইক্ষংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের পাহাড়ী এলাকা তুমব্রু গ্রামে অবস্থিত আকিজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠান আকিজ ওয়াইল্ড লাইফ ফার্মে মোট কুমিরের সংখ্যা ৬৫০ টি, তার মধ্যে বড়-৫০ টি এবং বাচ্চা ৬০০ টি। এ ফার্ম থেকে এখন পর্যন্ত কুমিরের চামড়া বিদেশে রপ্তানি করা হয়নি।

জিডিপিতে প্রতি বছরই মোট উৎপাদিত কাঁচা চামড়ার মূল্য (ভ্যালু এ্যাডেট) যোগ করা হয়। এই কার্যক্রম বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং থেকে সম্পন্ন হয়ে থাকে। সভাপতি মানসম্মত চামড়া প্রক্রিয়া করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করেন।</td><td>(ক) প্রাণিসম্পদ খাতে কুমির সহ বিভিন্ন প্রাণির প্রক্রিয়াজাত চামড়া রপ্তানির বিষয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। এ সংক্রান্ত তথ্য আগামী মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
(খ) বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
(গ) মানসম্মত চামড়া উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।</td><td>যুগ্মসচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর</td></tr>
<tr><td>৫</td><td>সমুদ্র বিজয়ের ফলে পরিধি ও বিস্তৃতি বেড়ে যাওয়ায় গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ ও আহরণ</td><td>মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, "বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর. ভি. মীন সন্ধানী" বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেছে। বঙ্গোপসাগরে ভাসমান ও তলদেশীয় মৎস্য সম্পদের জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য FAO কর্তৃক পরিকল্পনা অনুযায়ী</td><td>(ক) বাংলাদেশের সমুদ্র সীমায় মৎস্য জরিপ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা</td><td>অতিঃ সচিব (মৎস্য), যুগ্ম-সচিব (ব্লু ইকোনমি), মহাপরিচালক,</td></tr>
</table>

	নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক পদ্ধতিতে হওয়ার পদক্ষেপ নিতে হবে।	৩ (তিন) বছরের সার্ভে ক্রুজ পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬ হতে "আর. ভি. মীন সন্ধানী" দ্বারা নিয়মিত ডিমার্সাল শ্রীম্প সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করা হচ্ছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী উক্ত জাহাজের মাধ্যমে সঠিকভাবে জরিপ কার্য পরিচালনার জন্য এফএও এর সহায়তায় Technical Support for Stock Assessment of Marine Fisheries Resources in Bangladesh শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (TCP) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতিমধ্যে "আর ভি মীন সন্ধানী" ২টি চিংড়ি এবং ২টি ডিমার্সালক্রুজ সম্পন্ন করেছে। পরিচালিত ৪টি ক্রুজের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে ১৭৬ প্রজাতির মৎস্য ও ক্রাস্টাসিয়ান পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে ১৪৯ প্রজাতির মাছ, ১৩ প্রজাতির চিংড়ি ও ১৪টি অন্যান্য প্রজাতির ক্রাস্টাসিয়ান ও মোলাস্ক পাওয়া গিয়েছে। মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর. ভি. মীন সন্ধানী" দ্বারা সংগৃহীত ডাটা ব্যবহার করে সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে FAO এর কনসালটেন্ট Dr. Paul Fanning এবং Paul Medley'Intermediate Stock Assessment and Data Analysis for Fisheries' বিষয়ে ৩০-০৭-২০১৭ খ্রি. হতে ১৩-০৮-২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত চট্টগ্রামে ১০ (দশ) দিনের Training Workshop পরিচালনা করেছেন। বঙ্গোপসাগরে পূর্ণাঙ্গ জরিপ কাজ পরিচালনার জন্য FAO কর্তৃক অতিরিক্ত সহায়তা প্রদানের জন্য FAOR, বাংলাদেশকে অনুরোধ জানানোর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। FAOR, বাংলাদেশ থেকে FAO এর সদর দপ্তরে বাংলাদেশের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশকে জরিপ কাজে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে পূর্ণাঙ্গ জরিপ কাজ পরিচালনার জন্য FAO কর্তৃক অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান বিষয়ে অনুরোধের প্রেক্ষিতে পরিচালক (সামুদ্রিক) ১৬-১৮ আগষ্ট, ২০১৭ খ্রি. শ্রীলংকার কলোম্বোতে অনুষ্ঠিত "EAF Nansen Programme Meeting" শীর্ষক সভায় যোগদান করেছেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী ২০১৮ খ্রিঃ সালে জরিপ জাহাজ R.V. Dr. Fridtj of Nansen দুই সপ্তাহের জন্য বাংলাদেশে acoustic সার্ভের জন্য আগমন করতে পারে এবং তার প্রস্তুতির জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ সরকারের সময়ে দেশের উপকূলীয় জেলেদের মাঝে পরীক্ষামূলকভাবে জীবন রক্ষাকারী সামগ্রী ও মাছ ধরার সরঞ্জামসহ মোট ১১৮টি Fiber Re-enforced Plastic (FRP) নৌকা বিতরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে Blue Growth Economy নামে অভিহিত সমুদ্র অর্থনীতিতে বাংলাদেশ Pilot Country হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা (Plan of Action) প্রণয়ন করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক এলাকায় মাছের সুষ্ঠু প্রজনন ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ৬৫ দিন বঙ্গোপসাগরে সকল বাণিজ্যিক ট্রলার (Industrial Trawler) দ্বারা মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা ও বলবৎ করা হয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। চলতি ২০১৭ সালেও কার্যক্রমটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের নির্দেশনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ৪টি লং লাইনার প্রকৃতির ফিশিং ট্রলারের লাইসেন্স প্রদানের সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। আরো অধিক সংখ্যক লং লাইনার প্রকৃতির ফিশিং ট্রলারের লাইসেন্স প্রদানের জন্য বিগত ০৫/০১/২০১৭ ইং হতে বিভিন্ন তারিখে "দৈনিক ইত্তেফাক", ''দৈনিক জনকণ্ঠ" ও "The Daily Observer" পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া পার্স সেইনার প্রকৃতির ফিশিং ট্রলারের লাইসেন্স প্রদানের জন্য ০৪/০১/২০১৭ ইং হতে বিভিন্ন তারিখে "দৈনিক	অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) লংলাইনার ও পার্স সেইনার প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানের ফিশিং লাইসেন্সের আবেদন প্রাপ্তির পর লাইসেন্স প্রদানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যথাসময়ে গ্রহণ করতে হবে।	মৎস্য অধিদপ্তর

		ইত্তেফাক", "দৈনিক জনকণ্ঠ" ও "The Daily Observer" পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। "লং লাইনার" ও "পার্স সেইনার" প্রকৃতির ট্রলার/মৎস্য নৌযানের ফিশিং লাইসেন্স এর আবেদন জমা প্রদানের তারিখ যথাক্রমে ২৯ জুন, ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত ও ০২ জুলাই, ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত মন্ত্রণালয় হতে পুনরায় বর্ধিত করা হয়েছে। উক্ত সময়ের মধ্যে লং লাইনার প্রকৃতির লাইসেন্সের জন্য ০৯ (নয়)টি এবং পার্স সেইনার প্রকৃতির লাইসেন্সের জন্য ০৭ (সাত)টি মোট ১৬(ষোল) টি আবেদনপত্র পাওয়া গিয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) -এর সদস্য হওয়ার জন্য বাংলাদেশ ইতোমধ্যে Cooperating Non-Contracting Party-র মর্যাদা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এসব কার্যক্রমের ফলে টুনা মাছসহ অন্যান্য পেলাজিক মাছ আহরণ বাড়বে এবং আমাদের মৎস্য রপ্তানি কার্যক্রমে আরও গতিশীলতা আসবে।		
৬	জাতীয় মাছ ইলিশকে রক্ষা করতে জাটকা নিধন বন্ধ করার জন্য মৎস্যজীবি জেলে সম্প্রদায়কে খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি বিকল্প কর্মসংস্থান করতে হবে।	সভায় জানানো হয়, (ক) জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য **জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প** এর আওতায় **প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম, জাটকা নিধন প্রতিরোধ কার্যক্রম, বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ বিতরণ** এবং **ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা** কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাটকা সমৃদ্ধ ১৭টি জেলার ৮৫টি উপজেলার ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬৭৩টি জাটকা আহরণে বিরত জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ০৪ মাসের জন্য মোট ৩৮ হাজার ১৮৭ মে.টন চাল প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২০০৮-০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বের ৭ বছরে জেলেদের সহায়তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ ছিল ৬ হাজার ৯০৬ মে.টন। অথচ ২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত বিগত ৯ বছরে এ সহায়তা দেয়া হয়েছে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭৫৬.৯৬ মে.টন। ২০১৬ সনে প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ ধরা বন্ধের সময়ে ১৪টি জেলার ৭৬টি উপজেলার দরিদ্র ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ইলিশ জেলেকে ২০ কেজি হারে ৭,১৩৪ মে.টন চাল প্রদান করা হয়েছে। বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রমের আওতায় বিগত ৮ বছরে ৪২ হাজার ৬১৫ জন সুফলভোগীকে জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন যেখানে ২০০৮-০৯ সনে ছিল ২ লক্ষ ৯৯ হাজার মে.টন, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার মে.টন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ উৎপাদন ১.০ লক্ষ মে.টন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৫.০ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হবে বলে প্রাথমিক তথ্যে প্রতীয়মান হয়। (খ)"ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প" নামে একটি প্রকল্প মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	(ক)গৃহিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন মনিটরিং করতে হবে। (খ) জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য নতুন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ ত্বরান্বিত করতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য), মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএফআরআই
৭	দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার জন্য ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৭ এর খসড়া অনুমোদনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি বেজড অর্গানাইজেশন (CBO) গঠন করে দেশের জনগনের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(ক) এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়ন মনিটরিং করতে হবে। (খ) বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৭ প্রণয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। (গ) CBO গঠনের প্রস্তাব অনুমোদনের	যুগ্মসচিব(প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

			অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	
৮	দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিতে মহিষের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মহিষের দুধে স্নেহজাতীয় উপাদান বেশী থাকে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী, লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং প্রতিকুল পরিবেশে টিকে থাকতে সক্ষম। মহিষের এসব গুণ বিবেচনায় নিয়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মহিষ উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ''মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প'' বাস্তবায়নাধীন আছে। ১৩ টি জেলার ৩৯ টি উপজেলা এই প্রকল্পের আওতাধীন। প্রকল্প এলাকায় সাধারণ মহিষ পালনকারীদের সহায়তা দেয়ার জন্য ২৪০০০ ডোজ ''মুররাহ'' জাতের মহিষের সিমেন আমদানি করা হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে মে/২০১৭ পর্যন্ত সময়ে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় সর্বমোট ২৪১ টি সংকর মহিষের বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। তাছাড়া সার্ক এগ্রিকালচার সেন্টারের মাধ্যমে পাকিস্তানের নিলি-রাভি জাতের মহিষের ১০০ ডোজ সিমেন বাগেরহাট মহিষ উন্নয়ন খামারে ব্যবহারের জন্য সরবরাহ পাওয়া গেছে এবং এই সিমেন দ্বারা খামারের মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চলমান আছে। ভোলা, পটুয়াখালী, বরিশাল, নোয়াখালী, বাগেরহাট, ফেনীসহ অন্যান্য চরাঞ্চল ও উপকূলীয় এলাকার খামার ও বাথানসমূহে মহিষের জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে সীমিত আকারে কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। উপরোক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে মহিষের জাত উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলের চর এলাকায় বেসরকারী ক্ষুদ্র-খামার গড়ে উঠবে। ''উপকূলীয় চরাঞ্চলে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন'' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত জনবলের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে সভায় আলোচনা হয়।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুণগত মান নিশ্চিত করে চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।	যুগ্মসচিব(প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৯	Black Bengal Goat -এর মাংস মধ্যপ্রাচ্যে খুবই জনপ্রিয় বিধায় প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে জোরদার করে মধ্য প্রাচ্যের বাজারে স্থান করে নেয়া যেতে পারে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, Black Bengal Goat অধিক বাচ্চা উৎপাদন, উন্নত চামড়া ও সুস্বাদু মাংসের গুণাগুণের জন্য দেশে-বিদেশে বেশ সুপরিচিত। বাংলাদেশ ছাগল পালনে ৪র্থ এবং ছাগলের মাংস উৎপাদনে ৫ম । ছাগলের মাংস রপ্তানীর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তিসূচক সনদ (NOC) প্রদান এবং মাংসের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আগষ্ট/১৭ পর্যন্ত ২১৮০ কেজি ছাগলের মাংস রপ্তানী হয়েছে। ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে Black Bengal Goat জাতের ৬১৩ টি পাঁঠা সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরকারী ছাগল উন্নয়ন খামার হতে কৃষক/খামারী/দুঃস্থ মহিলাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আগষ্ট/১৭ পর্যন্ত ৬১ টি পাঁঠা বিতরণ করা হয়েছে এবং একই সময়ে ৪২৬ টি ছাগীর প্রাকৃতিক প্রজনন করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যসহ বিদেশে ছাগলের মাংস রপ্তানিতে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী Black Bengal Goat ভৌগলিক নির্দেশক (Geographical Indicator) তথা Patent ঘোষণার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদিসহ শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জরুরি ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	(ক) মধ্য প্রাচ্যের বাজারে Black Bengal Goat এর মাংসের চাহিদা ও রপ্তানি বিষয়ে তথ্য পরবর্তী সভায় পেশ করতে হবে। (খ)Black Bengal Goat উৎপাদন গাইডলাইন অনুযায়ী উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (গ)সরকারি খামার হতে সুফলভোগীদের মাঝে নির্ধারিত মূল্যে বিতরণকৃত পাঠার ব্যবহার ও সুফল সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (ঘ)Black Bengal Goat এর Branding করার প্রস্তাব প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে কাগজ পত্রাদিসহ শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রাস-২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ বিএলআরআই

১০	বিদেশে প্রচুর চাহিদার প্রেক্ষিতে ভেড়ার মাংস উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।	মহাপরিচালকব, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর জানান যে, কম চর্বিযুক্ত মাংস বা লীন মিটের জন্য ভেড়ার বেশ সুনাম রয়েছে। সমাজ ভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-বি) দ্বিতীয় পর্যায় এর আওতায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অত্র প্রকেল্পর মাধ্যমে ১২,৩৪০ জন ভেড়ার খামারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ০৩ টি পাবর্ত্য জেলার ২২ টি উপজেলায় ৪৪০ জন আগ্রহী ভেড়া পালনকারীদের মধ্যে ১৩২০ টি ভেড়া/ভেড়ী বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সরকারীভাবে বগুড়া জেলার শেরপুর, রাজশাহী জেলার রাজাবাড়িহাট এবং বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটে ১ টি করে মোট ৩ টি ভেড়ার প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে। খামার ৩ টির কার্যক্রম চলমান আছে। উক্ত খামারগুলো থেকে খামারী পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত মূল্যে ভেড়ার পাঁঠা বিতরণ করা হচ্ছে। আগষ্ট/১৭ খ্রী: পর্যন্ত দেশব্যাপী রেজিষ্টার্ড ভেড়ার খামারের সংখ্যা ৩৬৩২ টি। ভেড়ার মাংসের উপকারীতা বিষয়ে ইলেট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার করা হচ্ছে। মহাপরিচালক, বিএলআরআই জানান যে, ভেড়া ও মহিষের মাংসের উপকারীতা বিষয়ে ইলেট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে। সচিব মহোদয় জানান যে, দেশব্যাপী রেজিস্ট্রার্ড ভেড়ার খামারের সংখ্যার চেয়ে প্রকৃত সংখ্যা অনেক বেশী হবে বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি unregistered ভেড়ার খামারীদের রেজিষ্ট্রেশনের সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করে খামার রেজিস্ট্রেশনের নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ করণের নির্দেশনা প্রদান করেন। উপজেলা কর্মকর্তাগণ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ছকে মাসিক উদ্বুদ্ধ করণ সভা করার তথ্য নিয়মিতভাবে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) ভেড়া ও মহিষের মাংসের উপকারিতা বিষয়ে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিত প্রচার করতে হবে। (খ) দেশব্যাপী সকল ভেড়ার খামার রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা ও নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	যুগ্মসচিব(প্রাস- ২) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএলআরআই
১১	মালয়েশিয়াতে ঝিনুকের চাহিদা থাকায় কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, ''বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় কুচিয়া ও কাঁকড়া চাষ ও গবেষণা'' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ৭টি বিভাগের ২৯টি জেলা ও ৬৩টি উপজেলায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিগত ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং, কুচিয়া চাষ ইত্যাদি বিষয়ে ২,২৮০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় পুকুরে ও খাঁচায় মোট ৪৪৪টি কাঁকড়া ফ্যাটেনিং এর প্রদর্শনী এবং মোট ১২৩টি কুচিয়া চাষের প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিগত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে কাঁকড়া ফ্যাটেনিং, কুচিয়া চাষ ইত্যাদি বিষয়ে ২,২২০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় পুকুরে ও খাঁচায় মোট ৪০৪টি কাঁকড়া চাষের প্রদর্শনী এবং মোট ১১৭টি কুচিয়া চাষের প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আগস্ট'১৭ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রমঃ প্রকল্পের আওতায় ১০ ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। সামাজিক পর্যায়ে ৩টি কুচিয়া চাষ প্রদর্শনী, ২০টি কিশোর কাঁকড়া চাষ প্রদর্শনী, ১০টি পেনে কাঁকড়া চাষ প্রদর্শনী এবং ৫টি কাঁকড়া চাষ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের প্রদর্শনী কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্থান নির্বাচন ও সুফলভোগী দল গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরামর্শক (কাঁকড়া হ্যাচারি) নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। বাংলাদেশে প্রকৃতি থেকে আহরণকৃত কাঁকড়া ও কুচিয়া ইতোমধ্যে দেশের বাইরে রপ্তানি করা হচ্ছে। রপ্তানির উজ্জল সম্ভাবনা থাকায় বর্তমানে কাঁকড়া ও কুচিয়া চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে আহরণের পাশাপাশি চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত কাঁকড়া ও কুচিয়া বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের আগস্ট, ২০১৭ মাসে ০.০৭ মিলিয়ন ইউ. এস. ডলার মূল্যের ৮.১৭৮ মে.টন কাঁকড়া এবং ১.৬২ মিলিয়ন ইউ. এস. ডলার মূল্যের ৭২০.৩৭ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০১৬-	কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএফআরআই

		১৭ অর্থবছরে আগস্ট, ২০১৬ মাসে ০.০৮১ মিলিয়ন ইউ. এস. ডলার মূল্যের ৮.৭৬ মে.টন কাঁকড়া এবং ৪.৮৩ মিলিয়ন ইউ. এস. ডলার মূল্যের ২৩৬.৫৮ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছিল। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের আগস্ট, ২০১৭ মাস পর্যন্ত ০.১৮ মিলিয়ন ইউ. এস. ডলার মূল্যের ১৬.৫৮ মে.টন কাঁকড়া এবং ৩.৬৭ মিলিয়ন ইউ. এস. ডলার মূল্যের ১,৬৬৩.৭৮ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আগস্ট, ২০১৬ মাস পর্যন্ত ০.৩৬ মিলিয়ন ইউ. এস. ডলার মূল্যের ৩৭.৮ মে.টন কাঁকড়া এবং ৬.২৬ মিলিয়ন ইউ. এস. ডলার মূল্যের ৩,০৮৯.৬০ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছিল। বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১.৯৬মিলিয়ন ইউ. এস. ডলার মূল্যের ১৯৬.৫২ মে.টন কাঁকড়াএবং ২৫.৩৭ মিলিয়ন ইউ. এস.ডলার মূল্যের ১২,৬৮৫.৯৮ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছিল।		
১২	গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাঁস-মুরগির খামারসহ যে সকল খামারে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তদারকি করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ হাঁস-মুরগির খামারসহ যে সকল খামারে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো মনিটরিং করে পরামর্শ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকেন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন দারিদ্র বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ অব্যাহত আছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ক্ষুদ্রঋণের ঘূর্ণায়মান তহবিল হতে ৬ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া সরকার বাংলাদেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০০ কোটি টাকার পুন:অর্থায়ন তহবিলের মাধ্যমে জন প্রতি ০৪ টি গরুর জন্য সবোর্চ্চ ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বন্ধকবিহীন ৫% সরল সুদে ১০,৬৪৭ জন সুফলভোগীকে দেশের ১২ টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ১ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বমোট ৯৯ কোটি ৭০ লক্ষ ০৪ হাজার ৩৬৭ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে, যা ছোট ছোট খামার প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। সভাপতি প্রাণিসম্পদের ন্যায় মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রে ৫% সরল সুদে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। ঋণ আদায়ের জন্য জেলা, উপজেলা সমন্বয় কমিটিসহ বিভিন্ন কমিটির সভায় উপস্থাপনের নির্দেশ প্রদান করেন।	(ক) ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য আগামী মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) ক্ষুদ্র ঋণের ঘূর্ণায়মান তহবিলের অর্থ নীতিমালা অনুযায়ী বিতরণ করতে হবে। (গ) ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়মুক্তি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) ঋণের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। (ঙ)প্রাণিসম্পদের ন্যায় মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রে ৫% সরল সুদে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	যুগ্মসচিব(প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএলআরআই
১৩	মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, মাছে ফরমালিন মিশ্রণ রোধকল্পে মনিটরিং, আইন প্রয়োগ ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় "মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্প" জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতি বিভাগে ও প্রতি জেলায় ১টি করে মোট ৮০টি ফরমালিন কিটবক্স বিতরণ করা হয়েছে। দেশব্যাপী ৮,১৬৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ৫৬.৭৭ লক্ষ টাকা জরিমানা, ৮.৮৮ টন মাছ বিনষ্ট, ০৭ জনকে ০১ মাসের জেল প্রদান করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আগষ্ট, ২০১৭ মাসে ২৮৪টি অভিযান, ৪৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রম পরিচালনাকালে চলতি মাসে কোথাও ফরমালিন পাওয়া যায়নি। এ কার্যক্রমের আওতায় চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জুলাই, ২০১৭ হতে	(ক) মাছে ফরমালিন মিশ্রন রোধে আইন প্রয়োগসহ মনিটরিং জোরদার করতে হবে। (খ) প্রতিমাসে প্রতি উপজেলায় কমপক্ষে একটি করে অভিযান /মোবাইলকোর্ট	অতিঃ সচিব (মৎস্য), মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

		আগষ্ট, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৫৯৪টি অভিযান, ১৪৭টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, ৬ কেজি মাছ জব্দ ও ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ফরমালিন পরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০ আইনের আওতায় আগষ্ট, ২০১৭ মাসে ১৯৮টি অভিযান এবং ৪৭টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রম পরিচালনাকালে চলতি মাসে ১টি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং ৬১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০ আইনের আওতায় চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে আগষ্ট, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৩২১টি অভিযান, ৭৬টি মোবাইল কোর্ট, ১টি মামলা দায়ের এবং ৬১ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।	পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
		মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, পশুখাদ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য ও পশুখাদ্য আইন এবং পশুখাদ্য বিধিমালা ২০১৩ মোতাবেক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের আগষ্ট/১৭ পর্যন্ত মোট ৩০টি অপরাধ দমন অভিযান পরিচালনা করেছে। উক্ত অভিযানে ১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় ও ২০ কেজি ভেজাল পশুখাদ্য বিনষ্ট করা হয়েছে। পশুখাদ্যে ফরমালিনসহ বিভিন্ন নিষিদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ ও ভেজাল মিশ্রনের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৫৫৭ টি সভা/সেমিনার, ২৬ টি বিজ্ঞপ্তি স্থানীয়/জাতীয় দৈনিকে প্রচার, ২৫ টি বিজ্ঞাপন রেডিও/টেলিভিশনে প্রচার, ১১৭ টি স্থানে মাইকিং, ৯৪ টি বিলবোর্ড স্থাপন, ২০ হাজার ২০৭ টি লিফলেট বিতরণ ও ২ হাজার ৭১৬ জন স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	মৎস্য ও পশু খাদ্যে ভেজাল রোধে আইনের প্রয়োগসহ মনিটরিং জোরদার করতে হবে।	যুগ্মসচিব(প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএলআরআই
১৪	এ মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উইংয়ের জন্য একটি করে দুইটি অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃজনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভাকে জানান যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য ২টি অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলেও ১ টি অতিরিক্ত সচিবের পদ স্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়েছে। আরও ১টি অতিরিক্ত সচিবের পদসহ অন্যান্য পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো জানান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সম্মতির জন্য যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।	প্রেরিত প্রস্তাবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সম্মতির জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৫	বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, মৎস্য পণ্যের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী খুলনা, চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি রয়েছে। এছাড়াও রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কক্সবাজার, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে PCR (Polymerase Chain Reaction) ল্যাবরেটরি রয়েছে। প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় সংখ্যক PCR ল্যাবরেটরি স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।	প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ল্যাবরেটরি স্থাপন করতে হবে।	অতিঃ সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
১৬	সরকারি চিড়িয়াখানা, মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি থেকে যে রাজস্ব আয় হয় তার একটি নির্দিষ্ট পরিমান অংশ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ৩০/০৪/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সংস্থাপ্রধানসহ সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট, বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা এবং রংপুর বিনোদন উদ্যান এর নিজস্ব আয় এর একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ ঐ প্রতিষ্ঠানদ্বয়ে ব্যয় করার অনুমতি/ সম্মতি প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে গত ০৪/০৫/২০১৭ তারিখে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। বিষয়টি অর্থ বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউ, টবাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা এবং রংপুর বিনোদন উদ্যান এর একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যয় করার বিষয়ে অর্থ বিভাগে প্রেরিত প্রস্তাবের বিষয়ে তাগিদ দিতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বিএফআরআই
১৭	২০০৯-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভাকে জানান, উন্নয়নের ৮ বছর ২০০৯-১৭ অর্থ বছরের পুস্তিকা প্রকাশের নিমিত্ত ১৩ আগস্ট ২০১৭ তারিখের মধ্যে এ	উন্নয়নের ৮ বছর ২০০৯-১৭ অর্থ	অতিরিক্ত (প্রশাসন)/

	এ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত দু'টি বার্ষিক প্রতিবেদনকে সমন্বিত করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থা হতে তথ্য সংগ্রহ সংগ্রহপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।	বছরের পুস্তিকা প্রকাশের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
১৮	মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো সংশোধন ও পুনর্গঠন করে ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ	মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে ১৫৩১টি পদ সৃজনের বিষয়ে একাধিকবার অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ গত ০৭/০২/২০১৭ তারিখে ৬৯ সংখ্যক পত্রে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ১৫৩১টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে গত ১১/০৫/২০১৭ তারিখ অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় আবশ্যকীয় বিবেচনায় মোট ৫৫৭ (পাচঁশত সাতান্ন)টি পদ সৃজনের সুপারিশ করা হয়। সে অনুযায়ী ৫৫৭ (পাচঁশত সাতান্ন)টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদানের জন্য ২২/০৮/২০১৭ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ইউনিয়ন পযায়ে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্পের "ক্ষেত্র সহকারী " ৬০০টি পদ অস্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে সৃজনে সম্মতি প্রদানের জন্য একাধিকবার অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র এবং ডিও পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ২৮/০২/২০১৭ তারিখে ৯৯ সংখ্যক পত্রে ৬০০টি পদ সৃজনে সম্মতি প্রদানে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় অপারগতা প্রকাশ করে।	অর্থ বিভাগে প্রেরিত প্রস্তাবের উপর ফলোআপ করতে হবে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ
১৯	জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ অনুষন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৮ ইং মেয়াদি জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্পের অধীনে একাডেমিক ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হবে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জে নির্মাণাধীন জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনষ্টিটিউট এবং রোগ অনুষন্ধান গবেষণাগার স্থাপনের পূর্তকাজের গুণগতমান বজায় রেখে আগামী জুন/২০১৮ এর মধ্যে সকল কাজ সমাপ্ত করতে হবে। প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করে চালু করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্প সমাপ্তির পর রাজস্ব বাজেটে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্ব বাজেটে অর্থ বরাদ্দ রাখার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুনগতমান নিশ্চিত করে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
২০ (ক)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থানে এবং কক্সবাজারের সোনাদিয়াতে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের উপস্থিতির ওপর জরিপ পরিচালনা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, মেঘনা নদীর তীরবর্তী ও দেশের অন্যান্য স্থানে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের উপস্থিতির ওপর জরিপ কার্য পরিচালনার জন্য ডিপিপির আওতায় "Study on the availability of the Pearl producing mussel in Bangladesh" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত জরিপে এ পর্যন্ত স্বাদুপানির ৫ ধরণের মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুক যথাঃ ১. Lamellidens marginalis ২. Lamellidenscorrianus ৩. Lamellidens phenchooganjensis ৪. Lamellidens jenkinsianus এবং ৫. Pilyroconcha exilis সনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে Lamellidens marginalis ও Lamellidens corrianus মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুক হিসেবে গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে। এছাড়া, সোনাদিয়া, মহেশখালী, সেন্টমার্টিন প্রভৃতি অঞ্চলে এ পর্যন্ত ৬ ধরণের ঝিনুকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে Placuna placenta প্রজাতির ঝিনুকে মুক্তার সন্ধান পাওয়া গেছে। Placuna placenta থেকে প্রাকৃতিকভাবে মুক্তা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।	(ক) জরিপ কাজ সম্পন্ন হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। (খ) প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করে মুক্তা সংগ্রহ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(খ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ বাণিজ্যিক চাষের	মহাপরিচালক, মুক্তার আকার বড় করার জন্য ১। "Refinement of freshwater pearl culture technology এবং ২। Development of breeding and culture technology of triangle sail mussel, Hyriopsis cumingii" শীর্ষক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ম্যান্টল টিস্যু অপারেশনের মাধ্যমে গবেষণায় এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৫ মিলিমিটার পর্যন্ত মুক্তা উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে নিউক্লিয়াস অপারেশন পদ্ধতিতে দেশীয় ঝিনুকে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মুক্তা	গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

	উদ্দেশ্যে মুক্তার আকার বড় করার ওপর গবেষণা জোরদার করতে হবে।	উৎপাদনে সফলতা অর্জিত হয়েছে। উক্ত প্রযুক্তি প্রমিতকরণে বর্তমানে গবেষণা অব্যাহত আছে। আকারে বড় ও ভালো মানের মুক্তা তৈরির জন্য উন্নত জাতের ঝিনুক ভিয়েতনাম থেকে ২০১৬ সালে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সংগৃহীত ঝিনুকের প্রজননের উপর গবেষণা চলমান রয়েছে।		
(গ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ কোন ধরণের Treatment ছাড়া প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত মুক্তা বহু বছর রেখে দিলে এক সময় মুক্তাগুলি বিলীন (Disappear) হয়ে যায় কেন, এর কারণ অনুসন্ধান।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, ইনস্টিটিউটে এ বিষয়ে গবেষণা চলমান রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ান্তে এ বিষয়ে তথ্যাদি উপস্থাপন করা যাবে।	গবেষণা/ পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(ঘ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তার চাহিদা থাকায় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে এর উপর গবেষণা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, গবেষণার মাধ্যমে ইনস্টিটিউট থেকে ইতোমধ্যে ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সফলতা অর্জিত হয়েছে। প্রযুক্তিটি প্রমিতকরণ করার লক্ষ্যে বর্তমানে গবেষণা চলমান রয়েছে।	গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। অগ্রগতির প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(ঙ)	ঝিনুকের খোলস চুন তৈরিতে ব্যবহার হয়। তাছাড়া হাঁস-মুরগী ও মাছের খাদ্য হিসেবেও ইদানিং ঝিনুক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হওয়ায় ঝিনুক বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। তাই দেশীয় ঝিনুকের প্রজনন ও অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, প্রাকৃতিক উৎসে ঝিনুকের প্রাপ্যতা সহনশীল মাত্রায় বজায় রাখার লক্ষ্যে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের প্রজনন বিষয়ে ডিপিপি'র আওতায় "Natural Propagation of Freshwater Mussel in Bangladesh" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্প ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহে বর্তমানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে দেশীয় ঝিনুকের প্রজনন কৌশল ইনিস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন।	দেশীয় ঝিনুকের প্রজনন ও মুক্তা উৎপাদন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(চ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ দেশীয় ঝিনুকে মুক্তার বাণিজ্যিক চাষ এখনই আরম্ভ	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, দেশীয় ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদনের কৌশল ইতোমধ্যে উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ইনস্টিটিউটে ৭ বছর মেয়াদী একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	নির্দেশনা বাস্তবায়িত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। প্রণীত উন্নয়ন প্রকল্পের ফলোআপ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

	করতে হবে। এ ব্যাপারে একটি প্রকল্প নিতে হবে।			
(ছ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি,সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ মুক্তার গবেষণা যুগোপযোগী করার জন্য প্রণোদিত উপায়ে মুক্তা তৈরীতে অগ্রগামী দেশ যেমনঃ চীন, জাপান এবং ফিলিপাইনের সহযোগিতা চাওয়া যেতে পারে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, মুক্তা উৎপাদনকারী উন্নত প্রজাতির ঝিনুক সরবরাহে চীন ইতোমধ্যে অনীহা প্রকাশ করেছে। তবে ভিয়েতনাম হতে উন্নত প্রজাতির মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুক ২০১৬ সালে সংগ্রহ করা হয়েছে। আমদানীকৃত ঝিনুকের বাচ্চা তৈরীর জন্য বিদেশ থেকে টেকনিশিয়ান আনার বিষয়ে কার্যক্রম বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।	এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(জ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ গণভবনের লেক মুক্তা চাষের উপযোগী হলে সেখানে মুক্তার প্রর্দশনী চাষ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, গণভবনের লেক-এ চাষের উপর মৎস্য অধিদপ্তর কাজ করেছেন বলে জানা যায়। অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক বঙ্গভবনের পুকুরে মুক্তাচাষের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম বিগত জুলাই/২০১১ইং মাসে শুরু করা হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি সেটির শুভ উদ্বোধন করেন। বঙ্গভবনের পুকুরে প্রায় এক বছরে তিনটি ভিন্ন আকারের এবং চারটি ভিন্ন রং এর মুক্তা উৎপাদিত হয়েছিল।	নির্দেশনা বাস্তবায়িত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
(ঝ)	মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের অগ্রগতি, সম্ভাবনা এবং করণীয় সম্পর্কে Power Point পরিবেশন প্রসঙ্গেঃ উপরোল্লিখিত কাজ সুষ্ঠুভাবে করার লক্ষে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে পেশ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, উপরোল্লিখিত কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত 'মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প জুলাই ২০১২-জুন ২০১৯'' মেয়াদে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন গবেষণার পাশাপাশি ঝিনুকের প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন, উৎপাদিত মুক্তার আকার ও রং প্রমিতকরণ, মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের প্রাপ্যতা ও স্থায়িত্বকাল নির্ণয়, ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। বঙ্গভবনের পুকুরে মুক্তা চাষের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। (খ) নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট/ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৫/১০/১৭

(মোঃ মাকসুদুল হাসান খান)
সচিব